COMPILED & CIRCULATED BY
PROF. PRASENJIT SENAPOTI
SACT, DEPT. OF POLITICAL SCIENCE
NARAJOLE RAJ COLLEGE

1st Semester (U.G), Core Course - C2T

পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি :-
Powers and functions of the Parliament.

⇒ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম পার্লামেন্ট বা সংসদ। পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ — ১. উচ্চকক্ষ এবং ২. নিম্নকক্ষ। উচ্চকক্ষের নাম রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। ইংল্যান্ডের রাজা বা রানির ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংবিধানের ৭৯ নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভা — এই তিনটি বিভাগকে নিয়ে ভারতের পার্লামেন্ট গঠিত হয়।

পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি :-

গ্রেট ব্রিটেনের অনুকরণে ভারতবর্ষে সংসদ শাসিত শাসনব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। আর এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় সংসদ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ছাড়াও অন্যান্য অনেক ক্ষমতা ভোগ করে। নীচে ভারতের পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হল ——

Scanned by CamScanner

৭। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ :-

পার্লামেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আইন প্রণয়ন, সংবিধান আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে তিনটি তালিকায় ভাগ করা হয়েছে, যথা — ক. কেন্দ্রীয় তালিকা খ. রাজ্য তালিকা গ. যুগ্ম তালিকা, সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্ট সাধারনভাবে কেন্দ্রীয় তালিকা ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম, তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট রাজ্যে তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপরও আইন প্রণয়ন করতে পারে, যেমন — (i). দেশে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকলে (ii). কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হলে (iii) আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তির শর্তাদি পালনের জন্যে, এছাড়াও কোন কিছু বিষয়ে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করে থাকে, অর্থবিল ছাড়া আইন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে লোকসভা ও রাজ্যসভা সমান ক্ষমতা ভোগ করে, সময়ের অভাবে বা অন্য কোনো কারনে পার্লামেন্ট শাসন বিভাগের হাতে কিছু বিষয়ে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পন করতে পারে, এই ক্ষমতার জোরে শাসন বিভাগ যেসব আইন প্রণয়ন করে তাদের বলা হয় 'অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন' (Delegated Legislation) পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে পার্লামেন্টের বিকল্প হিসাবে রাষ্ট্রপতি জরুরি প্রয়োজনে

আইন প্রণয়ন করতে পারেন, এগুলিকে বলা হয় অধ্যাদেশ (ordinance)।

2. মন্ত্রীপরিষদ গঠন সংক্রান্ত কাজ :-

মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও সদস্যগণকে অবশ্যই পার্লামেন্টের যে-কোনো কক্ষের সদস্য হতে হয়। পার্লামেন্টের সদস্য নয় এমন কোনো ব্যক্তি যদি মন্ত্রীসভার সদস্যপদ লাভ করেন তাহলে তাকে সদস্যপদ পাওয়ার দিন থেকে ৬ মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য হতে হবে; অন্যথায় সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

৩. সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা :-

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনব্যবস্থা, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, সুপ্রিম কোর্ট সংক্রান্ত বিষয়, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি প্রভৃতি কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় বাদ দিয়ে পার্লামেন্ট সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় এককভাবে সংশোধন করতে পারে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের দুই-কক্ষই সমান ক্ষমতার অধিকারী। লোকসভা কর্তৃক গৃহীত কোনো একটি সংবিধান সংশোধনী বিল রাজ্যসভায় প্রত্যাখ্যাত হলে তা বাতিল হয়ে যায়।

৪. অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা :

সরকারের আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সংবিধান কর্তৃক পার্লামেন্টের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

Scanned by CamScanner

সংসদের অনুমোদন ব্যতীত সরকার কর ধার্য, কর সংগ্রহ বা কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারে না। আবার মঞ্জুরীকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও পার্লামেন্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখে। মন্ত্রীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত হয়। পার্লামেন্টের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা বলতে প্রধানত লোকসভার ক্ষমতাকেই বোঝায়, কারণ রাজ্যসভার ক্ষমতা এ ব্যাপারে নানাভাবে সীমাবদ্ধ।

ঙ। <u>বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা</u>:

পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে এবং বিচার করতে পারে। এছাড়া আইনসভা অবমাননার অভিযোগে পার্লামেন্ট যে কোনো ব্যক্তিকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

চ. <u>মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা</u>—

সংবিধান অনুসারে মন্ত্রীপরিষদ লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে। লোকসভায় মন্ত্রীপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিলের পরাজয় ঘটলে মন্ত্রীপরিষদকে পদত্যাগ করতে হয়। এছাড়াও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বাজেটের উপর আলোচনা, বিভিন্ন বিলের উপর আলোচনা, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব উত্থাপন, নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ, অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে পার্লামেন্টের সদস্যগণ মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে সমর্থ হন। এছাড়াও, সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি, সরকারি হিসাব

Scanned by CamScanner

পরীক্ষণ কমিটি, আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি প্রভৃতির রিপোর্টের উপর বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও পার্লামেন্ট মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৭. নির্বাচন ও পদচ্যুতি সংক্রান্ত ক্ষমতা :-

রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের ব্যাপারে পার্লামেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, এছাড়াও রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনার প্রমুখের পদচ্যুতির ব্যাপারেও পার্লামেন্ট উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ভোগ করে।

৮. জনমত গঠন সংক্রান্ত কাজ :-

পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে যেসব বিতর্ক, আলোচনা হয় এবং প্রশ্নোত্তর কালে মন্ত্রীরা যেসব তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করেন, সেগুলি থেকে জনসাধারণের রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রসার ঘটে এবং এইভাবে জনমত গঠিত হয়ে থাকে।

৯। অন্যান্য ক্ষমতা :-

রাজ্যের নাম, সীমানা পরিবর্তন, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতির সংখ্যা নির্ধারণ, রাজ্য আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের বিলোপ সাধনে পার্লামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

সবশেষে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, তত্ত্বগতভাবে ভারতে পার্লামেন্ট বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হলেও, কার্যক্ষেত্রে ক্যাবিনেট-ই ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, বস্তুত পক্ষে পার্লামেন্টের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয় ক্যাবিনেটের নির্দেশ অনুযায়ী।

Scanned by CamScanner